৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 AUG 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ভিত্তিতে ভর্তি ॥ হাঙ্গামার সম্ভাবনা নেই

…াহীতে কলেজ কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি প্রকাশ

আবুল হোসেন মালেক, রাজশাহী থেকে ॥ এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে এসএসসি পরীক্ষার ফলের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নামকরা সরকারী কলেজ এবং নতুন-পুরনো সকল কলেজ কর্তৃপক্ষই স্বস্তি পেয়েছেন। ভর্তি ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় বিগত বছরগুলোতে সরকারী ও বেসরকারী নামকরা কলেজগুলোতে অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিবিধ চাপের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ জটিল সমস্যায় পড়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হতেন। রাজশাহী সরকারী ভার্সিটি কলেজ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজের মতো অনেক কলেজ হামলা-বোমাবাজির মতো ঘটনার মোকাবিলা করতে হতো। অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধও করতে হয়েছে গত বছর। অনেক সময় প্রকৃত ভাল ছাত্রদের স্থানে সাধারণ ফলাফলকারীদেরও ভর্তি করতে হতো।

রাজশাহী মাহনগরীর নামকরা কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে জানা যায়, সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবারে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই ছাত্র ভর্তির আয়োজন চলছে। এতে পর্যায়ক্রমে নগরীর প্রায় সব কলেজেই মেধানুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। স্টার নম্বর পাওয়া ছাত্রদের অনেককেই এবার নগরীর কিছু নতুন-পুরনো কলেজে ভর্তি হতে হবে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার প্রায় পৌনে দু'লাখ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষায়। পাসের হার ৭১%।

এর মধ্যে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য মিলে স্টার নম্বর ও একাধিক বিষয়ে লেটার প্রাপ্তের সংখ্যা ৩০-৩২ হাজার। 'এক লাখের কাছাকাছি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বোর্ডের অধীনে ৪শ'টির মতো কলেজে এরা ভর্তির চেষ্টা করবে। কিন্তু সরকারী এবং নামকরা কলেজের সংখ্যা মাত্র ২০টির মতো। বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্যে এসব কলেজে খুব বেশি হলেও ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। অবশিষ্টদের ভর্তি হতে হবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যান্য কলেজে। ফলে এবার বহু সংখ্যক সাধারণ কলেজ ভাল ছাত্রছাত্রী পাবে। এতে ভবিষ্যতে সাধারণ কলেজগুলো পরীক্ষায় ভাল ফল করে মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে বলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একজন কলেজ পরিদর্শক জানান।

এদিকে এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী পাসের হার বৃদ্ধির ফলে রাজশাহী বিভাগে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার হার বেড়েছে। চলতি মাসে বোর্ডের কাছে প্রায় ১৫০টি নতুন কলেজ খোলার আবেদন এসেছে। প্রতিদিন গড়ে ৪/৫ টি আবেদন আসছে। বোর্ডের নিয়ম-কানুন মেনে এসব কলেজের অনেকটিই হয়ত বোর্ডের অনুমতি পাবে না। অপরদিকে সরকারের ঘোষিত উন্নত হাই স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তরের কিছু প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়ায় এই নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তর বা উন্নয়নে অন্যতম বাধা হচ্ছে— সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক। নিয়ম হচ্ছে—কলেজের জন্য কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী প্রিন্সিপ্যাল থাকতে হবে। স্কুল থেকে কলেজে উন্নীত হলে সেই স্কুলের প্রধান বা সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকবে না। একজন প্রিন্সিপ্যাল হবেন সেই স্কুল ও কলেজের প্রধান।

যেসব স্কুলে এমএ পাস প্রধান শিক্ষক নেই— সেই সব স্কুল ইচ্ছা থাকলেও কলেজে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, দীর্ঘদিনের বিএ বিএড পাস প্রধান ও সহকারী শিক্ষক চাকরিচ্যুতি বা পদাবনতি মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না।